هدي النبي صلى الله عليه وسلم

للحفظ والوقاية من الشرور والأمراض والأوبئة

বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর পক্ষ থেকে

অমঙ্গল, ব্যাধি ও মহামারী রোগ হতে রক্ষার উপায়

باللغة البنغالية

ترجمة

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالربوة

إعداد

د. ناجي بن إبراهيم العرفج

وفقه الله

বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর পক্ষ থেকে

অমঙ্গল, ব্যাধি ও মহামারী রোগ হতে রক্ষার উপায়

প্রস্তুতকরণ:

ডক্টর নাজী বিন আরফাজ

অনুবাদ, সম্পাদন ও নিরীক্ষণ:

ইসলামিক সেন্টার রাবওয়া, রিয়াদ

করোনা ভাইরাস রোগ হতে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সকলকে রক্ষা করুন

هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم للحفظ والوقاية من الشرور والأمراض والأوبئة

إعداد الدكتور/ ناجي بن إبراهيم العرفج

ترجمة ومراجعة وتدقيق

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة في الرياض

আনন্দের সহিত অত্র বইটি মুসলিম জাতির জন্য এবং সকল জাতির মানব সমাজের জন্য উপহৃত করলাম। এর সাথে সাথে এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু সুক্ষ্মদর্শী সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি: তিনি যেন আমাদেরকে সঠিক ঈমানের সহিত সকল প্রকারের অশান্তি, অমঙ্গল, ব্যাধি ও মহামারী রোগ এবং বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাস রোগ ও সমস্ত প্রকারের রোগ হতে সংরক্ষিত করেন এবং সুখে ও শান্তিতে জীবনযাপন করার সুযোগ প্রদান করেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

প্রকৃত ইসলামের বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] 1400 শতাব্দী আগেই এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার আবির্ভাব ও উৎপত্তি হওয়ার আগেই পবিত্র কুরআন ও তাঁর হাদীসের আলোকে এমন শিক্ষা প্রদান করেছেন, যে সেই শিক্ষার দ্বারা আমরা সুখময় ও কল্যাণময় জীবন লাভ করতে পারবো এবং সকল প্রকারের অমঙ্গল, ব্যাধি, মহামারী রোগ ও করোনা ভাইরাস রোগ হতে সংরক্ষিত হতে পারবো। যেহেতু পবিত্র কুরআনের শিক্ষার মধ্যে সুখ ও শান্তির বার্তা এবং করুণার জ্যোতি ও আরোগ্য লাভের পথ প্রদর্শন করা হয়েছে।

সুতরাং যে বাক্তি কল্যাণময় জীবন লাভ করতে চায়, সৌভাগ্যশালী হতে চায় এবং সবরকম বিপদাপদ, দুঃখকষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে উত্তমরূপে মুক্ত ও সংরক্ষিত হতে চায়, সে ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য হলো এই যে, সে একমাত্র সত্য উপাস্য সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলে এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই বলে আন্তরিকতার সহিত বিশ্বাস করবে। এবং সঠিক পন্থায় তাঁরই উপাসনা করবে আর তাঁরই নিকটে নিজের কল্যণের জন্য প্রার্থনা করবে। যেহেতু তাঁরই হাতে রয়েছে সর্বময় কর্তৃত্ব ও প্রকৃত রাজত্ব এবং তাঁরই হাতে রয়েছে পৃথিবী পরিচালনার আদেশ ও ক্ষমতা। তিনিই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান সংরক্ষণকারী ও আরোগ্য প্রদানকারী।

পবিত্র কুরআনের মধ্যে এসেছে:

(وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ)، سورة الشعراء، الآية 80.

অর্থ: “মহান আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল ইবরাহীম আলাইহিস্সালাম বলেছেন: আমি যখন অসুস্থ হই তিনিই মহান আল্লাহ আমাকে সুস্থ করেন”। সূরা ইবরাহীম, আয়ত নং 80।

পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো এসেছে:

(قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّـهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)، سورة التوبة، الآية 52.

অর্থ: “হে আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: আল্লাহ যা নির্ধারিত করেছেন, এর বাইরে কিছুই আমাদের জীবনে ঘটবে না। তিনিই আমাদের প্রভু, সর্বকর্ম বিধায়ক। আর প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম সমাজের কর্তব্য হলো শুধুমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা”। সূরা আত্তাওব, আয়ত নং 52।

প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক আমরা এই ভাবে সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো এবং তাঁরই উপর পূর্ণ ভরসা রাখবো। যেহেতু তিনিই ভালো, মন্দ এবং জীবন ও জীবিকার মালিক। কিন্তু মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখার পর প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক স্বাস্থ্য রক্ষার সঠিক উপাদান এবং রোগ নিরোধের উপদেশ ও রোগ নিরাময়ের উপকরণ অবলম্বন করাও হলো অপরিহার্য। তাই মহান আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাদেরকে উপদেশ প্রদান করেছেন: আমরা যেন মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখার পর স্বাস্থ্য রক্ষার সঠিক উপাদান গ্রহণ করি এবং রোগ নিরোধের ও রোগ নিরাময়ের উপদেশ মেনে চলি। তিনি আরো উপদেশ প্রদান করেছেন: আমরা যেন স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সঠিক উপাদান গ্রহণ করি এবং রোগ নিরোধের জন্য ঔষধ ব্যবহার করি। এবং সকল প্রকারের অমঙ্গল, ব্যাধি ও মহামারী রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকার সুব্যবস্থা করি।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মহামারী রোগ ছড়িয়ে পড়ার সময় অসুস্থদেরকে পৃথকভাবে রাখার ও থাকার উপদেশ প্রদান করেছেন। এই বিষয়টিকে বর্তমানে কোয়ারেন্টাইন বলা হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নামাজ পড়ার জন্য পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করার উপদেশ প্রদান করেছেন এবং দিনরাতে পাঁচবার ফরজ নামাজ পড়ার জন্য ও উপাসনা করার জন্য ওজু করার আদেশ প্রদান করেছেন।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে ওজুর মাধ্যমে শরীরের কতকগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন দুই হাত, মুখ, মুখমণ্ডল এবং নাক দিনরাতে অনেকবার ধৌত করা হয়। এর মাধ্যমে ঘৃণিত ও দূষিত রোগ বহণকারী জীবাণু নাশ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে হাঁচি দেওয়ার সময় (বা কাশার সময়) মুখ ঢেকে নেওয়ার বিধান রয়েছে।

বর্তমান যুগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বিভিন্ন প্রকারের হাসপাতাল ও সরকারী স্বাস্থ্য সংস্থা মহামারী রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সব বিধিবিধান, নিয়ম, পদ্ধতি ও কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা এবং পরিচ্ছন্নতার আদবকায়দা অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করছে, সে সব বিধিবিধান, নিয়ম, পদ্ধতি ও কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা এবং পরিচ্ছন্নতার আদবকায়দার দিকনির্দেশনা আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর শিক্ষার মধ্যে বহু শতাব্দী আগে থেকেই স্পষ্টভাবে বিরাজ করছে।

নিউজ উইক পত্রিকায় একজন আমেরিকান প্রফেসর কোরীক কোনসিডীন মহামারী রোগ হতে সুরক্ষিত থাকার জন্য কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা এবং পরিচ্ছন্নতার আদবকায়দা অবলম্বন করার বিষয়টি উপস্থাপন করার পর বলেছেন: মহামারী রোগ হতে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এবং সুরক্ষিত থাকার জন্য এই সব উপাদানের কথা কি কেউ কোনো দিন উপস্থাপন করতে পেরেছে!?

এই প্রশ্নের উত্তরে অন্য আরেকজন আমেরিকান প্রফেসর বলেছেন: হ্যাঁ! মহামারী রোগ হতে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এবং সুরক্ষিত থাকার জন্য এই সব উপাদানের কথা আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বহু শতাব্দী আগেই উপস্থাপন করছেন।

অতঃপর আমেরিকান প্রফেসর মহাশয় আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর নিম্নের উপদেশগুলি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

"إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ".

অর্থ: "যখন তোমরা কোনো এলাকায় মহামারী রোগ ছড়িয়ে পড়ার খবর শুনতে পাবে, তখন তোমরা সেই এলাকায় যাবে না। আর যখন কোনো এলাকায় তোমরা থাকা অবস্থায় মহামারী রোগ ছড়িয়ে পড়বে, তখন তোমরা সেই এলাকা হতে অন্য এলাকায় পলায়ন করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বে না"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং 5729, 6973 এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 98-(2219), 100-(2219)] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আরো বলেছেন:

"لَا تُوْرِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ".
(صحيح البخاري، رقم الحديث 5774، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث 105 - (2221)،).

অর্থ: "তোমরা তোমাদের অসুস্থকে সুস্থদের মধ্যে রাখবে না"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং 5774 এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 105 -(2221), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আরো বলেছেন:

"اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ". (صحيح مسلم، رقم الحديث 1- (223)،).

অর্থ: “পবিত্রতা অর্জন করা হলো এক ও অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার অর্ধাংশ”।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 1 -(223)]

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] অসুস্থ মানুষকে ঔষধ ব্যবহার করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। তাই এই বিষয়ে একটি হাদীস উল্লেখ করা হলো:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: "نَعَمْ يَا عِبَادَ اللهِ! تَدَاوَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا" قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا هُوَ؟ قَالَ: "الْهَرَمُ".

(جامع الترمذي، رقم الحديث 2038، قَالَ الإمام الترمذي عن هذا الحديث: بأنه حسن صحيح، وصححه الألباني).

অর্থ: বেদুঈনরা বলেছিল: হে আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল! আমরা আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কি রোগ নিরাময়ের নিমিত্তে চিকিৎসা করবো না?

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাদেরকে উত্তর দিয়েছেন ও বলেছেন: “হ্যাঁ! ওহে আল্লাহর সৃষ্টি সকল জাতির মানব সকল! রোগ নিরাময়ের নিমিত্তে তোমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করো। যেহেতু সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যে, সেই রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্য লাভের কোনো ব্যবস্থা নেই বা ঔষধ নেই। তবে একটি রোগের কোনো ঔষধ নেই”। তারা বলেছিলো: হে আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল! সেই রোগটি কী? তিনি উত্তর দিয়েছেন ও বলেছেন: “সেই রোগটি হলো বার্ধক্য”।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং 2038, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন] ।

এই বিষয়টি আমেরিকান নিউজ উইক পত্রিকায় দেখতে পারা যায়।

এর পরে আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর এমন কতকগুলি হাদীস উপস্থাপন করবো, যে হদীসগুলির মাধ্যমে প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তি সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর ইচ্ছায় সকল প্রকারের অমঙ্গল, ব্যাধি, মহামারী রোগ হতে সংরক্ষিত থাকতে পারবে। যেহেতু প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তি এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠতার সহিত ও দৃঢ় ঈমানের সহিত সকল প্রকারের অমঙ্গল, ব্যাধি, মহামারী রোগ হতে সংরক্ষিত থাকার জন্য প্রার্থনা করবে এবং আশা, ভরসা ও বিশ্বাস রাখবে যে, সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ তাকে সকল প্রকারের অশান্তি, অমঙ্গল, ব্যাধি ও

মহামারী রোগ হতে রক্ষা করবেন। কেননা তাঁরই হাতে তো রয়েছে সকল প্রকারের মঙ্গল ও মঙ্গলের উপাদান। তিনিই তাকে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং আরোগ্য দান করবেন।

বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর পক্ষ থেকে

অমঙ্গল, ব্যাধি ও মহামারী রোগ হতে রক্ষার উপায়

1- আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যে ব্যক্তি রাত্রিতে সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পড়বে, তার জন্য তা যথেষ্ট হবে"।
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং 5009 এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 255- (807) ।
আল্লামা নওয়াভী বলেছেন: এর অর্থ বলা হয়েছে: তাহাজ্জুদের নামাজের পরিবর্তে এই দুইটি আয়াত পাঠ করা যথেষ্ট হবে। এবং এটাও বলা হয়েছে যে, শয়তানের অমঙ্গল থেকে বা সকল প্রকারের রোগ থেকে সংরক্ষিত হওয়ার জন্য এই দুইটি আয়াত পাঠ করা যথেষ্ট হবে। অথবা উল্লিখিত সমস্ত বিষয় অর্জন করার জন্য এই দুইটি আয়াত পাঠ করাই যথেষ্ট হবে।
(শারহু মুসলিম)
উল্লিখিত দুইটি আয়াত হলো নিম্নরূপ:

(آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّه وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰـهِ وَملائكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُلِه، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِه، وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ، لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا، إِنْ نَّسِيْنَا، أَوْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا، إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَه، عَلَي الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه، وَاعْفُ عَنَّا، وَاغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، أَنْتَ مَوْلانَا فَانْـصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكافِرِيْنَ)، سورة البقرة، الآية 285-286 .

অর্থ: "বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা তার কাছে অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছেন এবং প্রকৃত ঈমানদার মুসলিমগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। আল্লাহ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না, যা তার সাধ্যাতীত। সে যা ভালো উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই, আর সে যা মন্দ উপার্জন করে, তার প্রতিফল তার উপরই বর্তায়। হে

আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের উপর তেমন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ আমাদের নেই। আর আপনি আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব, অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন"।

(সূরা আল বাকারা, আয়াত নং 285-286)।

2 - আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] একজন সাহাবীকে বলেছেন: "তুমি যদি সকালে তিনবার এবং সন্ধায় তিনবার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করতে পারো, তাহলে তুমি সমস্ত প্রকারের অমঙ্গল হতে নিরাপদ থাকতে পারবে" ।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং 5082, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আল্ আলবাণী এই হাদীসটিকে হাসান (সুন্দর) বলেছেন।]

সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

সূরা ইখলাস হলো:

(قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ، اللَّـهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ)، سورة الإخلاص، الآيات 1-4.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই"। (সূরা আল ইখলাস, আয়াত নং 1-4)।

সূরা ফালাক হলো:

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ). سورة الفلق، الآيات 1-5.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! তুমি বলো: আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার প্রতিপালকের, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। আর অনিষ্ট হতে রাতের অন্ধকারের, যখন তা গভীর হয়। আর অনিষ্ট হতে ওই সমস্ত নারীদের, যারা গিরায় ফুঁক দেয়। আর অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে"। (সূরা আল ফালাক, আয়াত নং 1-5)।

সূরা নাস হলো:

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ). سورة النَّاسِ، الآيات 6-1.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! তুমি বলো: আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের প্রতিপালক, মানুষের অধিপতি এবং মানুষের প্রকৃত উপাস্যের নিকটে আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিনের মধ্যে থেকে এবং মানুষের মধ্যে থেকে"। (সূরা নাস, আয়াত নং 1-6)।

3- অনুরূপভাবে আবু হুরাইরা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: শয়তান তাঁকে বলেছিলো: তুমি যখন রাত্রে নিজের বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী সম্পূর্ণ পাঠ করবে:

(اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)

অর্থ: "আল্লাহ এমন এক সত্তা যে, তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক"।

আবু হুরাইরা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] বলেছেন: তার পর শয়তান আমাকে বলেছিলো: তুমি যখন রাত্রে নিজের বিছানায় যাওয়ার সময় আয়াতুল কুরসী সম্পূর্ণ পাঠ করবে, তখন রাত্রে সব সময় তোমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সংরক্ষণকারী থাকবে এবং রাত্রে সকাল হওয়া পর্যন্ত কোনো সময় তোমার নিকটে শয়তান আসতে পারবে না।

সাহাবীগণ সদাসর্বদা মঙ্গল অর্জনের প্রতি অধিক আগ্রহী ও যত্নবান ছিলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছিলেন: "জেনে রাখো: শয়তান তোমাকে এই বিষয়ে সত্য কথা বলেছে, যদিও সে মহা মিথ্যুক"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং 2311 এর অংশবিশেষ] ।

উল্লিখিত সম্পূর্ণ আয়াতুল কুরসী হলো নিম্নরূপ:

(اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ).

سورة البقرة، الآية 552.

অর্থ: "আল্লাহ এমন এক সত্তা যে, তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আসমানসমূহে যা রয়েছে ও জমিনে যা রয়েছে সবই তাঁর। তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে

না। তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও জমিনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এই দুইটির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য কোনো সময় বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান"। সূরা আল-বাকারা, আয়াত নং 255।

4- আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যে ব্যক্তি সকালে তিনবার এবং সন্ধায় তিনবার এই দোয়াটি পাঠ করবে, কোনো বস্তুই তার কিছু ক্ষতি করতে পারবে না"। দোয়াটি হলো:

"بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ".

অর্থ: "সেই আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে আসমান ও জমিনে কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী"।

[সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং 3869, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আল্ আলবাণী এই হাদীসটিকে সহীহ সঠিক বলেছেন।]

তবে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যে ব্যক্তি সকালে তিনবার এবং সন্ধায় তিনবার উক্ত দোয়াটি পাঠ করবে, সে ব্যক্তিকে কোনো আকস্মিক অমঙ্গল স্পর্শ করতে পারবে না"।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং 5088, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী এই হাদীসটিকে সহীহ সঠিক বলেছেন।]

5- আব্দুল্লাহ বিন ওমার [রাদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সকালে এবং সন্ধ্যায় এই দোয়াটি পাঠ করতেন:

" اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ: فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي، وَمَالِي، اَللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اَللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَينِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي".

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা এবং নিরাপত্তা চাচ্ছি আমার দীন, দুনিয়া, পরিবার ও অর্থ-সম্পদের। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন পাপসমূহকে ঢেকে রাখুন, আমার উদ্বিগ্নতাকে রূপান্তরিত করুন নিরাপত্তায়। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন আমার সামনের দিক থেকে, আমার পিছনের দিক থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার উপরের দিক থেকে। আর আপনার মহত্ত্বের মাধ্যমে আশ্রয় চাই আমার নিচ থেকে হঠাৎ আক্রান্ত হওয়া থেকে"।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং 5074 এবং সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং 3871, তবে হাদীসের শব্দগুলি সুনান আবু দাউদ থেকে নেওয়া হয়েছে। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী এই হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন] ।

এই দোয়াটির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে এবং সমস্ত দিক থেকে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষ সম্পূর্ণ সংরক্ষিত থাকতে পারবে।

6- ঘৃণিত ব্যাধি বা মহামারী রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কী পাঠ করতে হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ: "اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ".

(سنن أبي داود، رقم الحديث 1554، واللفظ له، وسنن النسائي، رقم الحديث 5493، وصححه الألباني).

অর্থ: আনাস [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এই দোয়াটি পাঠ করতেন:

"اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ".

অর্থ: "হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি আপনার নিকটে ধবল, বাতুলতা বা উম্মত্ততা, কুষ্ঠরোগ এবং সকল প্রকারের ঘৃণিত ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং 1554 এবং সুনান নাসায়ী, হাদীস নং 5493, তবে হাদীসের শব্দগুলি সুনান আবু দাউদ থেকে নেওয়া হয়েছে। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন] ।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর এই দোয়টির দ্বারা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অমঙ্গল হতে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় এবং নিজেকে সকল প্রকারের ঘৃণিত ব্যাধি, মহামারী রোগ, মানসিক সংকট, আত্মিক যন্ত্রণা এবং বিভন্ন রকমের অসুখ ও অশান্তি থেকে সংরক্ষিত করা হয়।

7- আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "কোনো ব্যক্তি যখন বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বলে:

"بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ".

অর্থ: "আল্লাহর নামে বের হচ্ছি। আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার কোনো উপায় নেই এবং সৎকাজ করারও কোনো শক্তি নেই"।

তখন তাকে বলা হয়: তুমি সুপথগামী হতে পেরেছো, বিপদমুক্ত হতে পেরেছো এবং সংরক্ষিত হতে পেরেছো। এবং তার কাছ থেকে শয়তান দূরে সরে যায় এবং অন্য এক

শয়তান সেই শয়তানকে বলে: তুমি সেই ব্যক্তিকে কী করে বিপথগামী করতে পারবে? যাকে সুপথগামী করা হয়েছে, বিপদমুক্ত করা হয়েছে এবং সংরক্ষিত করা হয়েছে"।
[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং 5095 এবং জামে তিরমিযী, হাদীস নং 3426, তবে হাদীসের শব্দগুলি সুনান আবু দাউদ থেকে নেওয়া হয়েছে। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ (সুন্দর সঠিক) বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী এই হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন] ।

8- আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের সালাম ফিরানোর পর নামাজের মধ্যে বসার মতোই বসে থাকা অবস্থায় দশ বার পাঠ করবে:

"لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

অর্থ: "আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। সর্বময় কর্তৃত্ব ও প্রকৃত রাজত্ব এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান"।
তার জন্য দশটি পুণ্য লিখা হবে, দশটি পাপ ক্ষমা করা হবে এবং দশটি মর্যাদা উচ্চ করা হবে। আর সেই দিন সে সর্ব প্রকারের অমঙ্গল হতে সংরক্ষিত থাকবে এবং শয়তানের অনিষ্ট হতে নিরাপদে থাকবে"।
[জামে তিরমিযী, হাদীস নং 3474, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন] ।

9- আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রিয়তমা আয়েশা উম্মুল মুমিনীন [রাদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত: আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন নিজের বিছানায় যেতেন, তখন প্রতি রাত্রে দোয়া করার মতো নিজের দুই হাত একত্রিত করতেন এবং তাতে ফুঁ দেওয়ার ইচ্ছা করতেন ও তিনটি সূরা পাঠ করতেন: সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস। এই তিনটি সূরা পাঠ করে দুই হাতে ফুঁ দিয়ে দুই হাত তাঁর মাথা, মুখমণ্ডল এবং শরীরের সামনের দিকে যতদূর সম্ভব হতো মুছে নিতেন। এই কাজটি তিনি তিনবার করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং 5017]।

10- স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসার বিষয়ে কতকগুলি সাহাবীর একটি পদক্ষেপ সমর্থন করেছেন আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]। পদক্ষেপটি হলো এই যে, আবু সাঈদ আল খুদরী [রাদিয়াল্লাহ আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: কতকগুলি সাহাবী আরবের এক গোত্রের নিকট এসছিলেন। সেই গোত্রের নেতাকে সর্প

দংশন করেছিলো। এবং আমাদের মধ্যে থেকে এক জন সাহাবী সূরা ফাতিহা পাঠ করে সেই নেতার চিকিৎসা করেছিলেন এবং সেই নেতা সঙ্গে সঙ্গে আরোগ্য লাভ করেছিলেন। এই বিষয়টি আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সমর্থন করেছিলেন এবং সেই চিকিৎসাকারী সাহাবীকে বলেছিলেন: "তুমি কীভাবে জানলে যে, এই সূরাটি রোগ দূর করার একটি উপাদান"?

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং 2276, 5736, 5737 এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 65-(2201), 66-(2201) ।

এই হাদীসটির দ্বারা স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসার বিষয়ে আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ এবং মহা মূল্যবান আদর্শ লাভ করা যায়।

11- ওসমান বিন আবুল আস [রাদিয়াল্লাহ আনহু] আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর নিকট ওই ব্যথার অভিযোগ করেছিলেন: যে ব্যথা তিনি তার দেহে অনুভব করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁকে বলেছিলেন: "তুমি তোমার দেহের ব্যথিত স্থানে হাত রেখে তিনবার বিসমিল্লাহ এবং সাতবার এই দোয়াটি পাঠ করো:

"أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ".

অর্থ: "আল্লাহর মহত্ত্ব এবং তাঁর ক্ষমতার দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করছি, সেই ব্যথা থেকে, যে ব্যথা আমি অনুভব করছি এবং যার অমঙ্গল হতে আমি ভয় করছি"।

ওসমান বিন আবুল আস [রাদিয়াল্লাহ আনহু] বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর উপদেশ মোতাবেক এই দোয়াটি পাঠ করেছিলাম এবং আমি আমার ব্যথা হতে আরোগ্য লাভ করেছিলাম।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 66 -(2202)] ।

12- আবু হুরায়রা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর কাছে এক জন লোক এসে বললো: হে আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল! গত রাত্রে আমাকে একটি বিচ্ছু দংশন করেছে। আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাকে বললেন: "সত্যিই তুমি যদি সন্ধায় এই দোয়াটি পাঠ করতে, তাহলে সে তোমার কিছু ক্ষতি করতে পারতো না। এই দোয়াটি হলো:

"أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ".

অর্থ: "আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের দ্বারা মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তাঁর সৃষ্টি জগতের সমস্ত অমঙ্গল হতে" ।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 55 -(2709)]

13- আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রিয়তমা আয়েশা উম্মুল মুমিনীন [রাদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিজের কোনো সহধর্মিণীর অমঙ্গল হতে যখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, তখন তিনি তার ব্যথার স্থানে ডান হাত ফিরাতেন এবং এই দোয়াটি পাঠ করতেন:

"اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ البَأسَ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً".

অর্থ: হে আল্লাহ! হে মানব জাতির প্রতিপালক! আপনি রোগ দূর করুন এবং আরোগ্য প্রদান করুন। আপনিই কেবলমাত্র আরোগ্য প্রদান কারী। আপনার আরোগ্য প্রদানই হলো প্রকৃতপক্ষে নীরোগ হওয়া। আপনি এমনভাবে নীরোগ করুন, যেন আর কোনো রোগ না থাকে।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং 5743]।

14- আনাস [রাদিয়াল্লাহ আনহু] কে সাবেত রাহিমাহুল্লাহ বললেন: হে আবু হামজা! আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি! তাই আনাস আবু হামজা [রাদিয়াল্লাহ আনহু] তাকে বললেন: আমি কি তোমাকে আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর ঝাড়ফুঁকের দোয়ার দ্বারা ঝাড়ফুঁক করবো? সাবেত রাহিমাহুল্লাহ বললেন: হ্যাঁ অবশ্যই আপনি আমাকে আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর ঝাড়ফুঁকের দোয়ার দ্বারা ঝাড়ফুঁক করুন। সুতরাং আনাস [রাদিয়াল্লাহ আনহু] বললেন:

"اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مذْهِبَ البَأسَ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً".

অর্থ: হে আল্লাহ! হে মানব জাতির প্রতিপালক! আপনি রোগ দূর করার মালিক। আপনি নীরোগ করুন, আপনিই কেবল মাত্র আরোগ্য প্রদান কারী। আপনি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আরোগ্য প্রদান কারী কেউ নেই। আপনি এমনভাবে আরোগ্য প্রদান করুন, যেন আর কোনো রোগ না থাকে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং 5742]।

উপসংহার

প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তি অটলভাবে বিশ্বাস রাখে যে, এক ও অদ্বিতীয় প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সকল প্রকারের অমঙ্গল, ব্যাধি ও মহামারী রোগ হতে সংরক্ষণকারী। তাই আমরা যেন মহান আল্লাহর উপর আশা ও ভরসা রাখি এবং অনুশোচিত হয়ে বিনয়ী হয়ে দোয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর পানে প্রত্যাবর্তন করি। এবং সুখ ও শান্তিতে জীবনযাপন করার জন্য আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর ও পবিত্র কুরআনের শিক্ষা যেন আমরা মেনে চলি। তবেই আমরা সকল প্রকারের অমঙ্গল, ব্যাধি, মহামারী রোগ, দুঃখকষ্ট, উদ্বেগ, অশান্তি ও অস্থিরতা হতে নিরাপদে জীবনযাপন করতে পারবো।

সুতরাং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ)، سورة الأنعام، الآية 42.

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! আমি তোমার আগেও বহুজাতির নিকটে বহুবার্তাবহ রসুল প্রেরণ করেছি তাদের কল্যাণের জন্য। কিন্তু তারা তাঁদেরকে অমান্য করেছিলো। তাই আমি তাদেরকে বিপদাপদ ও দুঃখকষ্টে নিমজ্জিত করেছিলাম, যাতে তারা অনুশোচিত হয়ে ও বিনয়ী হয়ে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে আমার পানে প্রত্যাবর্তন করে”। (সূরা আল আনআম, আয়াতনং **42**)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে শোয়াইব আলাইহিস্সালাম এর ভাষায় বলেছেন:

(وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ؛ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ)، سورة هود، الآية 90.

ভাবার্থের অনুবাদ: আল্লাহর নাবী শোয়াইব নিজের সম্প্রদায়কে বলেছিলেন: “তোমরা তোমাদের পাপের ক্ষমা লাভের জন্য অনুশোচিত হয়ে ও বিনয়ী হয়ে তোমাদের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁরই পানে ফিরে এসো। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, স্নেহবান”। (সূরা আল আনআম, আয়াত নং **90**)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

(وَتُوبُوا إِلَى اللَّـهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، سورة النور، جزء من الآية 31.

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম সমাজ! তোমরা সবাই অনুশোচিত হয়ে আল্লাহর পানে প্রত্যাবর্তন করো, নিশ্চয় তোমরা সুখময় জীবন লাভে সফলকাম হতে পারবে”। (সূরা আররূম, আয়াতনং **31** এর অংশবিশেষ)।

দোয়া

اَللَّهُمَّ احفظنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين من كل وباء وبلاء .

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে, আমাদের প্রিয়জনদেরকে এবং মুসলিম জাতিকে সকল প্রকারের মহামারী রোগ ও বিপদাপদ হতে রক্ষা করুন।

"اَللَّهُمَّ إِنا نسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اَللَّهُمَّ إِنا نسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ: فِي دِينِنا وَدُنْيَانا وَأَهْلِنا، وَأَموالِنا، اَللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنا، وَآمِنْ رَوْعَاتِنا، اَللَّهُمَّ احْفَظْنا مِنْ بَينِ أَيْدِينا، وَمِنْ خَلْفِنا، وَعَنْ أيماننا، وَعَنْ شمَائِلنا، وَمِنْ فَوْقِنا، وَنعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ نُغْتَالَ مِنْ تَحْتِنا".

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকটে ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকটে ক্ষমা এবং নিরাপত্তা চাচ্ছি আমাদের দীন, দুনিয়া, পরিবার ও অর্থ-সম্পদের। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের গোপন পাপসমূহকে ঢেকে রাখুন, আমাদের উদ্বিগ্নতাকে রূপান্তরিত করুন নিরাপত্তায়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে রক্ষা করুন আমাদের সামনের দিক থেকে, আমাদের পিছনের দিক থেকে, আমাদের ডান দিক থেকে, আমাদের বাম দিক থেকে এবং আমাদের উপরের দিক থেকে। আর আমরা আপনার মহত্ত্বের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমাদের নিচ থেকে হঠাৎ আক্রান্ত হওয়া থেকে"।

"اَللَّهُمَّ إِنا نعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ".

অর্থ: "হে আল্লাহ! অবশ্যই আমরা আপনার নিকটে ধবল, বাতুলতা বা উম্মত্ততা, কুষ্ঠরোগ এবং সকল প্রকারের ঘৃণিত ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"।

"اَللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".

অর্থ: "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে ইহকাল ও পরকালে সর্ব প্রকারের মঙ্গল প্রদান করুন। এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে পরিত্রাণ দান করুন"।

اَللَّهُمَّ اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে, আমাদের পিতামাতাদেরকে, ঈমানদার মুসলিম জীবিত ও মৃত মহিলা এবং পুরুষ ব্যক্তিকে ক্ষমা করুন।

হে আল্লাহ! আপনি দুরূদ ও সালাম অবতীর্ণ করুন মানব জাতির মনোনীত শিরোমণি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদের প্রতি।

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: ٠١١٤٤٥٤٩٠٠ - للتواصل: ٠٥٦٩٣٧٤٩٨٦
OFFICERABWAH